Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার হক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 21500216

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার হক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার
রোলঃ 21500216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “পিতা-মাতার হক” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 21500216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতা-মাতার হক ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

শারমিন আক্তার

আইডিঃ 21500216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
মা-বাবার সাথে সদাচরণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	৬
রাসুল(সা) এর হাদিসে বাবা-মা	৮
মা-বাবার সাথে সদাচরণের ফযিলত	৯
মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ	৯
আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম আমল	১৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত	১৪
জান্নাত মায়ের পদতলে	১৫
জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা	১৫
গুনাহের কাফফারা	১৬
পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির উসিলা	১৮
পিতা-মাতার দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়	১৯
নাক ধুলোমলিন হোক	১৯
জঘন্যতম কবীরা গুনাহ	২০
মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের জন্য করণীয় আমলসূমহ	২১
শেষকথা	৩১
আমি শেষ করছি একটি কথা দিয়ে	৩২
তথ্যসূত্র	৩২

ভূমিকা

الحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়াতের আলো তথা শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন তারমধ্যে সর্বপ্রথমে ছিল ঈমান এবং তাওহীদের আহ্বান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত শরীয়তের বিধানবলী দু'ভাগে বিভক্ত।

১)আল্লাহর হক ; এমন সব বিধানাবলী যা আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দা সম্পর্কিত।

২)বান্দার হক ; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তিক আনিত এমন সব বিধি-বিধান যা বান্দার সাথে সম্পর্কিত।এতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে,বান্দার উপর বান্দার কি হক রয়েছে। বান্দার সাথে সর্বসাধারণের সৃষ্টিজগতের কি হক রয়েছে।একজন মানুষের অপর একজন মানুষের সাথে আচার আচরণই বা কি ধরনের হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কি নির্দেশ রয়েছে।

বান্দার হকের মধ্যে সর্বোত্তম গুরুত্বপূর্ণ হক হলো পিতা মাতার হক।স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার হককে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা মাতা পিতার হক এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকে তৌহিদ ও ইবাদতের সাথে এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে বুঝা যায় যে, মানুষের আমলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরই মাতা-পিতার খেদমত এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার হকের ব্যাপারে এবং মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে হাদিসে যা বর্ণনা করেছেন তা বস্তুত কুরআনে কারীমের উল্লেখিত আয়াত সমূহেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে,মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহতালার সন্তুষ্টি নিহিত।- তিরমিজি।

এতে বোঝা যায় যে, যিনি আল্লাহকে খুশি করতে চান তিনি যেন মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য মাতা-পিতা কে খুশি করা পূর্বশর্ত।আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির ফলেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি।অতএব যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে অসন্তুষ্ট করবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হতেও সে বঞ্চিত হবে। মাতা-পিতার খেদমত ও মাতা-পিতার কথা মানার বরকতে আল্লাহতাআলা দুনিয়াতেও সুখে শান্তিতে রাখবেন।

মনে রাখা উচিত, মা-বাবা জীবিত হোন কিংবা মৃত উভয় অবস্থাতেই আমরা তাদের সাথে সদাচরণের মুখাপেক্ষী।কেননা পরকালীন জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে আমাদের ইহকালীন জীবনের সফলতাও এর মাঝেই নিহিত।

বক্ষমান গ্রন্থে মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করা হয়েছে।যেগুলো আমি সহ এমন ব্যক্তিদের জন্য আলোচনা করেছি, যারা আখিরাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট প্রত্যাশা করে।

আল্লাহ কবুল করুন,আমিন।

মা-বাবার সাথে সদাচরণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ
ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অনুবাদঃ তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।(সূরা নাস, ৪ : ৩৬)

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অনুবাদঃ বল‘ ,এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিফ্ক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা আনআম,৬ : ১৫১)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অনুবাদঃ আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুবাদঃআর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ০৮)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ (١٤)وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ

وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًاۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুবাদঃ আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। (সূরা লুকমান, ৩১: ১৪-১৫)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًاۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًاۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًاۚ

অনুবাদঃআর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস।(সূরা আহকাফ, ৪৬:১৫)

রাসুল(সা.) এর হাদিসে বাবা-মা

বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদা [মু'আবিয়া ইবনু হাইদা (রাঃ)] থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) !

কোন্ ব্যক্তির সাথে আমি উত্তম আচরণ করব?

তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে।

আমি প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে?

তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে?

তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে?

তিনি বললেনঃ তারপর তোমার বাবার সাথে,

তারপর নিকটাত্মীয়তার ক্রমানুসারে উত্তম আচরণ করবে।

(সুনান তিরমিযি,হাদীস নং ১৮৯৭;সুনান আবু দাউদ,হাদীস নং ৫১৩৯)

মা-বাবার সাথে সদাচরণের ফযিলত

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ রিযিক ও আয়ু বৃদ্ধি করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি হওয়া কামনা করে, সে যেন মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। (মুসতাদরাক,হাকিম, ৪/১৬১)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, কেবল সৎকাজই মানুষের আয়ু বাড়ায়।

(সুনান, তিরমিযি, হাদিস নং ২১৩৯)

গুনীজন বলেন, মা-বাবার প্রতি সদাচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা আয়ু বৃদ্ধি করে, সম্পদ বাড়ায়, যদিও মানুষ পাপাচারী হয়।

মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ

মা-বাবার প্রতি আমাদের নবীজী(সা.) এর সদাচরণঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বের হলাম।কবরস্থানের নিকট পৌঁছার পর আমাদেরকে তিনি বসতে বললেন, আমরা বসলাম।কয়েকটি কবর অতিক্রম করে একটি কবরের নিকট যাবার পর সেখানে বসে

দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত করলেন।নবীজির কান্নার আওয়াজ শুনে আমরাও কাঁদলাম। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য(মায়ের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম।অনুমতি দেননি।তার কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম ফলে তিনি অনুমতি দিলেন। (সহীহ,মুসলিম,হাদীস নং ৯৭৬)

একদিন জনৈক মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে নবীজী তাঁর জন্য নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দেন। তাতে বসে পড়েন সেই রমণী। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, 'তিনি কে?'

বলা হলো, 'তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মাতা।'

(সুনান, আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৪৪, মুসতাদরাক,হাকিম, ৩/৭১৭)।

আরেকবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন,এ সময় তাঁর দুধ পিতা আগমন করলেন। নবীজি তাঁর কাপড়ের কিছু অংশ বিছিয়ে দিলে তিনি বসলেন তাতে। এরপর আসলেন দুধ মাতা।তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন কাপড়ের অপর প্রান্তের কিছু অংশ। ইতোমধ্যে তাঁর দুধ ভাই আসলেন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সামনের দিকে বসতে গেলেন।

(সুনান আবু দাউদ,হাদীস নং ৫১৪৫)।

হযরত নূহ আ. - এর সদাচরণঃ মা-বাবার সঙ্গে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সদাচরণের চিত্র কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন:

হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে,ক্ষমা করুন।(সূরা নূহ,২৮)

নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর মা-বাবার জন্য অনেক দুআ করতেন।

বাবার সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ. - এর সদাচরণঃ বাবার সঙ্গে সদাচারী ছিলেন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। যদিও তিনি তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেননি।

সর্বদা তাঁর সঙ্গে কঠোর আচরণ করেছেন।তা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পিতার সঙ্গে ভদ্র ও কোমল আচরণই করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, ‘হে আমার পিতা! আপনি তার ইবাদাত করেন কেন যে শুনা না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না?’‘হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব’।‘হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য’।‘হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।’সে বলল, ‘হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও’।ইবরাহীম বলল, ‘তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল’।

(সূরা মারইয়াম, ১৯: ৪২-৪৭)।

ইবরাহিম(আ.) বলেছেন:

হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৪১)

বাবার সঙ্গে হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর সদচরণঃ একদিন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাছে এসে বললেন,

হে প্রিয় বৎস,আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ,তোমার কি অভিমত।(সূরা সফফাত,১০২)

পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পিতার অনুগত ও বাধ্য হয়ে বললেন,

হে আমার পিতা আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। (সূরা সফফাত,১০২)

যখন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্রকে বেঁধে যমিনে শুইয়ে দিয়েছেন এবং যবাই করার ইচ্ছে করেছেন,এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ডেকে বললেন,

হে ইবরাহিম,তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি এক মহান যবেহের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম।

(সূরা সফফাত,১০৪-১০৭)

বাবার সঙ্গে সদাচরণের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে যবাই হওয়া থেকে রেহাই দিলেন।

মা বাবার সঙ্গে হযরত ইউসুফ (আ.)- এর সদাচরণঃ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন বাবা-মার একান্ত বাধ্য সন্তান। সর্বদা সুন্দর আচরণ করতেন মা-বাবার সঙ্গে।বাবা মার সঙ্গে সদাচরণের অসংখ্য চিত্র থেকে আল্লাহ তাআলা একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান করে দিল এবং বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন' ।আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, 'হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়'। (সূরা ইউসুফ,৯৯-১০০)

মাতার সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.)- এর সদাচরণঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা প্রসঙ্গে বলেছেন,

শিশুটি বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন’।‘আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন’।‘আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি’। (সূরা মারইয়াম,৩০-৩২)

আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম আমল

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ বাবা-মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা’আলার পথে জিহাদ করা। এরপর আমাকে কিছু বলা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকেন। আমি তাকে আরো প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আমাকে তিনি আরো জানাতেন।

(সুনান তিরমিযি,হাদীস নং ১৮৯৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহতালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘সময় মতো নামাজ আদায়ের’ পরেই মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণের’'কথা উল্লেখ করেছেন। মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণের শিক্ষা এবং একাজে উৎসাহ দিতেই তিনি এমনটি করেছেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে বোঝা যায় মা-বাবার সাথে সদাচরণ করা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর চেয়েও উত্তম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত

বাবা-মা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনন্য রহমত। তাদের ছাড়া কোনো কিছু কল্পনা করা যায় না। তাদের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে আগমন করি। তারা আমাদের শিশুকাল থেকে আদর যত্ন দিয়ে লালন-পালন বড় করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর আমরা আমরা পৃথিবীর কোনো কিছু সর্ম্পকে জানি না, কেউ আমাদের চিনে না। তখন বাবা-মা আমাদের আস্তে আস্তে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে অজানা পৃথিবীর সাথে পরিচয় করায়। আমাদের উত্তম শিক্ষা প্রদান করে মানুষ করে তুলে। বাবা-মা সবসময় সন্তানের কল্যাণের কথা ভাবেন। তাই মহান আল্লাহর নিকট বাবা-মার মর্যাদা অতুলনীয়। সন্তানের জান্নাত অর্জন করার পূর্বশর্ত বাবা-মা। হাদিসে আছে, মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে' (তিরমিজি-১৯০৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন তার পিতা-মাতার মধ্য হতে কারও মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ততোক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ না তার পিতা বা মাথা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

লোকমান হাকিম তার পুত্রকে বলে,'হে বৎস!শোনো,পিতা-মাতা হলেন জান্নাতে যাওয়ার দ্বার সমূহের মধ্যে একটি দ্বার।তারা যদি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে। আর তারা যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তবে জেনো, জান্নাতে যেতে তুমি বাঁধাপ্রাপ্ত হবে।'

জান্নাত মায়ের পদতলে

মুআবিয়া ইব্‌ন জাহিমা সালামী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমার পিতা জাহিমা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেনঃ তোমার মা আছেন কি? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাঁর খিদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দু’পায়ের নিচে।

(সুনানে আন-নাসাঈ, ৩১০৪)

জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা

আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে বাবা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার। (সুনানে তিযমিজি,হাদীস নং ১৯০০)

বাবা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা, বাবার সাথে সদাচরণ করে খুব সহজেই জান্নাতের সর্বোত্তম দরজাটি আল্লাহর থেকে পেতে পারি আমরা।

হযরত ইয়াস ইবনে মুআবিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মা ইন্তেকাল করার ফলে তিনি কাঁদছেন। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কাঁদছেন কেন?’ তিনি বললেন, আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার দুটি পথ খোলা ছিল। তার মধ্যে হতে একটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যে ব্যক্তির পিতা-মাতা জীবিত আছেন আর সে তাদের সঙ্গে সদাচারী অবস্থায় সকাল যাপন করে,আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের দ্বার সমূহ হতে দুটি দ্বার খুলে দেন। আর সে এ অবস্থায় যদি সন্ধ্যা কাটায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের আরও একটি দ্বার খুলে দেন।’

গুনাহের কাফফারা

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে বলল,

হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি কবিরা গুনাহ করে ফেলেছি। আমার তওবা করার সুযোগ আছে কি?

তিনি প্রশ্ন করেনঃ তোমার মা কি বেঁচে আছেন?

সে বলল, না।

তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তোমার খালা কি বেঁচে আছেন?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ 'তার সাথে উত্তম আচরণ কর।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'খালা- মা সমতুল্য।'

(সুনান তিরমিজি হাদীস নং ১৯০৪, সহীহ ইবনে হিব্বান,হাদীস নং ২০২২)

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলো। তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।সে বলল,আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেই।আমার সঙ্গে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জানায়। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে সে তাতে সম্মত হয়।আমি এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার মা কি জীবিত আছেন?'

সে বললো, 'না'।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করো, যথাসম্ভব তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি তার মা জীবিত থাকার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন কেন?'

জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করার চাইতে অধিক উত্তম আমল আছে বলে আমার জানা নেই।'

তাবেঈ মাকহুল রহ. বলেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা কবিরা গুনাহের জন্য কাফফারা।''

এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল, 'আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি।'

উমর ইবনুল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক,ভুলবশত হত্যা করেছ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে?'

সে বলল,ভুলবশত।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,তোমার পিতা-মাতা কেউ কি বেঁচে আছেন?

সে বললো,হ্যাঁ।

উমর (রা.) আনহু বললেন, 'তোমার মা বেঁচে আছেন?'

সে বলল, না বরং আমার বাবা বেঁচে আছেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,যাও, তার সঙ্গে সদাচরণ করো।

লোকটি চলে গেলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তার মা যদি বেঁচে থাকতেন আর সে তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করতো তাহলে আমি এই আশা করতাম যে তাকে কখনো জাহান্নামের আগুন গ্রাস করবে না।

পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির উসীলা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আললাহর নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

পিতা-মাতার দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 'তিনটি দো'আ কবুল হয়। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও মযলূমের দো'আ' (আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ 'পিতা-মাতার দো'আ' (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 'পিতার বদদো'আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে' (তিরমিযী হা/১৯০৫)। এক কথায় সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোন দো'আ বা বদদো'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদদো'আ না করে বসেন। যেকোন অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। নইলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

নাক ধুলোমলিন হোক

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তির, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৫১)

নবীজির কথা 'নাক ধূলো মলিন হোক' এর দ্বারা লাঞ্ছনা ও অপমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।যেন তিনি স্বহস্তে সে ব্যক্তির নাকে ধূলো লাগিয়ে দিচ্ছেন। নবীজী (সা.) বিশেষভাবে বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ এ সময়ই পিতা-মাতা সন্তান এর প্রয়োজন বেশী অনুভব করেন। আর তখনই সন্তানকে তাদের দ্বারা পূর্ণাঙ্গরূপে পরিক্ষা করা হয়, দূর্বলতার ফলে তারা পরনির্ভর হয়ে পড়ার কারণে।

তাছাড়াও হাদীসে ধ্বংস কামনা করা হয়েছে ওই ব্যক্তির প্রতি 'যার সম্মুখে পিতা-মাতা উভয়ে অথবা কোনো একজন বার্ধক্যে পৌঁছেছে,অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারলো না'' (মুসতাদরাক,হাকিম ৪/১৫৩)

জঘন্যতম কবীরা গুনাহ

একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের মাঝে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাদের আখলাক ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছিলেন।বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জঘন্যতম কবিরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো?''

সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই বলুন।'

তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শারীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া ও তাদের অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনঃপুনঃ এ কথাগুলো বলতে থাকলেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৬৫৪)

উল্লেখ্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ''আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা'' এর পরই মা-বাবার অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ, আল্লাহ তাআলার নিকট মা-বাবার সঙ্গে অবাধ্যতা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ বলে বিবেচিত!

নবী(সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতাপিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সুনান নাসাঈ ২/৩৩)

নবীজী (সা.) আরও বলেন, কিয়ামতের দিবসে তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না-

১)মা-বাবার অবাধ্য সন্তান।

২)পুরুষের বেশধারী নারী।

৩)এবং যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী কন্যার পাপাচারে ঘৃণাবোধ করে না।

মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের জন্য করণীয় আমলসূমহঃ

মা-বাবা ছোট শব্দ, কিন্তু এ দুটি শব্দের সাথে কত যে আদর, স্নেহ, ভালবাসা রয়েছে তা পৃথিবীর কোন মাপযন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে থেকেছেন, অনেক সময় ভাল পোষাকও পরিধান করতে পারেন নি, কত না সময় বসে থাকতেন সন্তানের অপেক্ষায়।

সেই মা বাবা যাদের চলে গিয়েছেন, তারাই বুঝেন মা বাবা কত বড় সম্পদ। যেদিন থেকে মা বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন থেকে মনে হয় কী যেন হারিয়ে গেল,তখন বুক কেঁপে উঠে, চোখ থেকে বৃষ্টির মত পানি ঝরে, কী শান্তনাই বা তাদেরকে দেয়া যায়! সেই মা বাবা যাদের চলে গিয়েছে তারা কি মা-বাবার জন্য কিছুই করবে না?।

এত কষ্ট করে আমাদের কে যে মা-বাবা লালন পালন করেছেন তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? অবশ্যই আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা-বাবা জন্য কী ধরনের আমল করা যাবে এবং যে আমলের সওয়াব তাদের নিকট পৌছবে তা উল্লেখ করা হলো:

১. বেশি বেশি দু‘আ করাঃ

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশী বেশী দু‘আ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দু‘আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু‘আ করবো তাও শিক্ষা দিয়েছেন । আল-কুরআনে এসেছে,

‘‘হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’’ [সূরা বানী ইসরাঈলঃ ২৪]

‘‘হে আমাদের রব, রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দিন’’ [সুরা ইবরাহীম ঃ৪১]।

এছাড়া আলস্নাহ রাববুল আলামীন পিতা-মাতার জন্য দূ‘আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না ’[সূরা নুহ: ২৮]

মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন যারা তাদের জন্য দোয়া করবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বণত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

অর্থ: মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না-১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু‘আ করে [সহিহ মুসলিম: ৪৩১০]

মূলত: জানাযার নামায প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ স্বরূপ।

২. দান-সাদকাহ করা, বিশেষ করে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রদান করাঃ

মা-বাবা বেচে থাকতে দান-সাদকাহ করে যেতে পারেন নি বা বেচে থাকলে আরো দান-সদকাহ করতেন, সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান-সদকাহ করতে পারে। হাদীসে এসেছে,

অর্থ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ "জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার মা হঠাৎ মৃতু বরণ করেছেন। তাই কোন অছিয়ত করতে পারেন নি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-ছাদকা করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে ছাদকা করলে তিনি কি এর ছাওয়াব পাবেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন। " [সহীহ মুসলিম:২৩৭৩]

তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সাদাকায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান ও চলমান সাদাকা প্রদান করা। যেমন পানির কুপ খনন করা, (নলকুপ বসানো, দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কাজ করা। ইত্যাদি।

৩. মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালনঃ

মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের কোন মানতের সিয়াম কাযা থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

অর্থ: "যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর রোজা ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোজা রাখবে" [সহীহ বুখারী:১৯৫২]। অধিকাংশ আলেমগণ এ হাদীসটি শুধুমাত্র ওয়াজিব রোযা বা মানতের রোযার বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল নাই।

৪. হজ্জ বা উমরাহ করাঃ

মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরাহ করলে তা আদায় হবে এবং তারা উপকৃত হবে। ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

অর্থ: " জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমণ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার উপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? সুতরাং আল্লাহর জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর দাবী পরিশোধ করার অধিক উপযোগী" [সহীহ বুখারী: ১৮৫২]। তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যে লোক হজ্জ বা ওমরাহ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে আগে নিজের হজ্জ-ওমরাহ করতে হবে।

৫. মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানি করাঃ

মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানি করলে তার ছাওয়াব দ্বারা তারা উপকৃত হবে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

অর্থ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি শিংযুক্ত দুম্বা উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন, যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো এবং পেট কালো। অতঃপর তা কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, হে আয়েশা! ছুরি নিয়ে আস, তারপর বললেন, তুমি একটি পাথর নিয়ে তা দ্বারা এটাকে ধারালো কর। তিনি তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি হাতে নিয়ে দুম্বাটিকে শুইয়ে দিলেন। পশুটি যবেহ্ করার সময় বললেন, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ তুমি এটি মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর এবং সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কবুল কর"। এভাবে তিনি তা দ্বারা কুরবানী করলেন। [সহীহ মুসলিম:৫২০৩] ।

৬. মা-বাবার ওসিয়ত পূর্ণ করাঃ

মা-বাবা শরীয়াহসম্মত কোন ওসিয়ত করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের উপর দায়িত্ব। রাশীদ ইবন সুয়াইদ আসসাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা একজন দাসমুক্ত করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। আর আমার নিকট কালো একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডাকো, সে আসল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার রব কে ? উত্তরে সে বলল, আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলেন আমি কে ? উত্তরে সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও; কেন না সে মু'মিনা [সহীহ ইবন হিববান :১৮৯]

৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করাঃ

মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে হাদিয়া দেয়া। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে,

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে চলার সময় আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক বেদুঈন এর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে সে গাধায় চড়ালেন যে গাধায় আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর (আব্দুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পরা ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। আব্দুল্লাহ ইবান দীনার রাহেমাহুল্লাহ বললেন, তখন আমরা আব্দুল্লাহকে বললাম: আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! এরা গ্রাম্য মানুষ: সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়-(এতসব করার কি প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তার পিতা, (আমার পিতা) উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি “পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ” [সহীহ মুসলিম:৬৬৭৭]।

মৃতদের বন্ধুদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলও আমাদেরকে উৎসাহিত করে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন বকরী যবেহ করতেন, তখনই তিনি বলতেন, এর কিছু অংশ খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও [সহীহ মুসলিম: ৬৪৩১]

৮. মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখাঃ

সন্তান তার মা-বাবার আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি তার পিতার সাথে কবরে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালবাসে, সে যেন পিতার মৃত্যুর পর তার ভাইদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে’ [সহীহ ইবন হিববান:৪৩২]

৯. ঋণ পরিশোধ করাঃ

মা-বাবার কোন ঋণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করা সন্তানদের উপর বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

অর্থ: “মুমিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যায়; যতক্ষণ তা তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়”। [সুনান ইবন মাজাহ:২৪১৩]

ঋণ পরিশোধ না করার কারণে জান্নাতের যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়; এমনকি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও হয় । হাদীসে আরো এসেছে,

অর্থ: যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার ঋণ পরিশোধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [নাসায়ী ৭/৩১৪; তাবরানী ফিল কাবীর ১৯/২৪৮; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/২৯]

১০. কাফফারা আদায় করাঃ

মা-বাবার কোন শপথের কাফফারা,ভুলকৃত হত্যাসহ কোন কাফফারা বাকী থাকলে সন্তান তা পূরণ করবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

অর্থ: যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)

[সূরা আন-নিসা:৯২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

অর্থ: “ যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার কাফফারা অদায় করবে” [সহীহ মুসলিম: ৪৩৬০] ।

এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। দুনিয়ার বুকে কেউ অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান করবেন।

১১. ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ

মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ আমল। সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। হাদীসে বলা হয়েছে,

অর্থ: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোন বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে হে আমার রব, আমি তো এতো মর্যাদার

আমল করিনি, কীভাবে এ আমল আসলো ? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ মর্যাদা তুমি পেয়েছো'' [আল-আদাবুল মুফরাদ:৩৬]।

মা-বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

অর্থ: উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেন এবং বললেন ''তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য ঈমানের উপর অবিচলতা ও দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে'' [মুসনাদুল বাজ্জার :৪৪৫]।

তাই সুন্নাত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দেয়ার পর তার কবরের পার্শ্বে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার জন্য প্রশ্নোত্তর সহজ করে দেয়া, প্রশ্নোত্তর দিতে সমর্থ হওয়ার জন্য দো'আ করা।

১২. মান্নত পূরণ করাঃ

মা-বাবা কোন মান্নত করে গেলে সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

অর্থ: কোন মহিলা রোজা রাখার মান্নত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি বলরেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন কর। [সহীহ ইবন হিববান:২৮০]

১৩. মা-বাবার ভাল কাজসমূহ জারি রাখাঃ

মা-বাবা যেসব ভাল কাজ অর্থাৎ মসজিদ তৈরী করা, মাদরাসা তৈরী করা, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীসহ যে কাজগুলো করে গিয়েছেন সন্তান হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভাল কাজের সওয়াব তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। হাদীসে এসেছে,

"ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে"। [সুনান আততিরমীযি : ২৬৭০]

'যে ব্যক্তির ইসলামের ভাল কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। অথচ তাদেও সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না" [সহীহ মুসলিম:২৩৯৮]।

১৪. কবর যিয়ারত করাঃ

সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত করবে। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

অর্থ: আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা কবর যিয়রাত কর, কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় [সুনান তিরমীযি :১০৫৪]।

কবর যিয়ারত কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে করা যাবে না। কবর যিযারত করার সময় বলবে,

অর্থ: কবরবাসী মুমিন-মুসলিম আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । নিশ্চয় আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আপনাদের এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। [সুনান ইবন মাজাহ :১৫৪৭]

১৫. ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করাঃ

মা-বাবা কারো সাথে কোন ভাল কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন ওয়াদা যা তারা বেচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

অর্থ: আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [সূরা বনী ইসরাঈল:৩৪]

১৬. কোন গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করাঃ

মা-বাবা বেচে থাকতে কোন গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ করবে বা শরিয়াহ সম্মতভাবে সংশোধন করে দিবে। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহবান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোন কমতি হবে না" [সহীহ মুসলিম:৬৯৮০]।

১৭.মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়াঃ

মা-বাবা বেচে থাকতে কারো সাথে খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো উপর যুলুম করে থাকলে বা কাওকে কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে মাফ মাফ চেয়ে নিবে অথবা ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিবে। কেননা হাদীসে এসেছে,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমল নামা দিয়ে দেয়া হবে। এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [সুনান আততিরমিযি :২৪২৮]

সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য তার হকদারদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া সন্তানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

অল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মা বাবার জন্য আমলগুলো করার তাওফীক দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র : ইসলাম হাউস ডটকম

শেষকথা

একটি সন্তান পৃথিবীতে আগমনের জন্য মা-বাবার উভয়ের ভূমিকা থাকে। মা এবং বাবা সন্তানের কাছে একটি অমূল্য সম্পদ। যে সম্পদ না থাকলে সন্তানের পৃথিবীর বুকে কোন অস্তিত্ব থাকে না। সন্তান যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে খুবই ছোট থাকে কিছুই করতে পারে না মায়ের হাত ধরে হাঁটা শিখে ,মা খাবার মুখে তুলে খাওয়ানো, কাপড় পরিষ্কার করে দেয় অর্থাৎ ছোট থেকে বড় হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মায়ের অবদান সবথেকে বেশি। আর সেই সন্তানটিকে বড় করার জন্য বাবা বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন।

প্রতিটা বাবা-মা তার সন্তানের জন্য একটি নিদর্শন।তাই সেই বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অত্যাধিক। এখন সমাজে দেখা যাচ্ছে বাবা-মা একটু বয়স্ক হলেই সন্তানেরা বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। আবার সেই সন্তান মনে করে না যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যদি বাবা-মা আমায় আদর স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বড় না করতেন কিভাবে মানুষ হতাম।উনারা তো আমাকে এতিমখানা রেখে আসেনি আমি কেন আজ তাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবো।

আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন মা-বাবার সাথে সদাচরণ করতে।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে খুব গুরুত্ব দিয়ে মা-বাবার সাথে সদাচরণ এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।মা-বাবার সাথে অসদাচার এর কুফল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে হাদীসে।

মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে।এছাড়াও অনেক ফায়দা পাওয়া যাবে।

যেমনঃ

★জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ হবে।

★আমার মা-বাবার সাথে সদাচরণ করলে আমার সন্তানের থেকেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমি ভালো আচরণ পাবো।

★দুআ কবুল হবে।

★গুনাহ মাফ হবে।

★রিজিক বৃদ্ধ পাবে।

★বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ইত্যাদি।

অন্যদিকে মা-বাবার সাথে অসদাচরণ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়াতেও এর শাস্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের মা-বাবা বেঁচে থাকতেই যেনো তাদের হকগুলো আমরা আদায় করতে পারি, এই দুআ।আল্লাহ কবুল করুন আমিন।

তাদের মৃত্যুর পরেও যেনো করনীয় আমলগুলো আদায় করতে পারি।আল্লাহ তাওফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমি শেষ করছি একটি কথা দিয়ে

হাজার ইচ্ছে হলেও, এমন একদিন আসবে— কোলের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকার জন্য মা'কে, এবং একটু জড়িয়ে ধরে কাঁদবার জন্য বাবাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকে, জান্নাতে যাওয়ার দুটো বাড়তি দরোজা এখনও আপনার জন্য খোলা। সুতরাং, দৌঁড়ান...

(লেখক- আরিফ আজাদ)

তথ্যসূত্র

★বই- (মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের গল্প)

★বই- (মাতা-পিতার হক)

★গুগল

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111413614/